R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

ভি আই পি
আলফা স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা পৌষ বুধবার, ১৪০২ সাল।
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

মহাকরণে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটী সেচমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ ডিসেম্বর ফরাক্কা ব্লকের সর্বদলীয় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিরা মহাকরণে সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। এই আলোচনায় নেতৃত্ব দেন ফরাক্কার বিধায়ক সিপিএম নেতা আবুল হাসনাৎ খাঁন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের সোমেন পাণ্ডে, বিজেপির ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, ইউ, টি, ইউ সির লালগোপাল চৌধুরী প্রমুখ। সেচমন্ত্রী দেবব্রতবাবু জানান তিনি নিজেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছেন এবং কেন্দ্রের কাছে তিনি ও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু গঙ্গা ভাঙ্গন রোধের ব্যাপারে অর্থ সাহায্য চেয়েছেন। মুর্শিদাবাদ ও মালদার জন্য ২৭ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। ৯৬-৯৭ সালের জন্য ১০ম অর্থ কমিশনে ১০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়েছে। সেই দিনের আলোচনায় ঠিক হয় প্রতিরোধ কমিটি গঙ্গা ভাঙ্গন সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করে কেন্দ্রকে তার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাক্তার নিগ্রহের অভিযোগে মৃতের আত্মীয় গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ ডিসেম্বর সকালে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে সুতী থানার সর্বেশ্বরপুরের নিখিলচন্দ্র দাস (৩৫) নামে এক রোগীর মৃত্যু হলে মৃতের শ্যালক ডাঃ গোপাল কেশরীকে তাঁর কোয়ার্টারে গিয়ে হেনস্থা করেন বলে জানা যায়। প্রতিবাদে ডাক্তাররা তাঁদের প্রাইভেট চেম্বার দু'দিনের জন্য বন্ধ রাখেন। ডাক্তার নিগ্রহের অভিযোগে ঐ ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও মৃতের পক্ষে সৎকার করার একমাত্র ব্যক্তি হিসাবে তিনি ডাক্তারদের কাছে আবেদন জানালে এবং ক্ষমা চাইলে ডাক্তাররা তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে ছেড়ে দেন। ঘটনার পরদিন হাসপাতালের ডক্টরস্ রুমে প্রায় ১০।১২ জন ডাক্তার আমাদের প্রতিনিধির কাছে ডাক্তার নিগ্রহের প্রতিবাদে হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনকারী বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ঘটনার বিবরণে মনোরঞ্জন চৌধুরী, সোমেশ ব্যানার্জী, গোপাল কেশরী প্রমুখ ডাক্তাররা বলেন, গত ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় রোগীকে ভর্তি করেন ডাঃ ডি সান্যাল। এরপর ডাঃ কেশরী রোগীর চিকিৎসা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুরসভায় আর্থিক দুর্নীতি ঃ ১৮০০০ টাকায় দুটি বিয়ারিং কেনা হয়েছে

ধুলিয়ান : স্থানীয় পুরসভায় নানা দুনীতির সঙ্গে যুক্ত হলো আরো একটি দুর্নীতি। গত মাসে জলতোলা পাম্পসেটের মোটরের দুটি বিয়ারিং কেনা হয়েছে ১৮ হাজার টাকা দিয়ে। ক্রীত ৭২২৩ নং মেড ইন অষ্ট্রিয়া এইচ, পি-৩৫ দুটি মোটর বিয়ারিং বাজার দাম মাত্র ৬ হাজার বলে জানা যায়। প্রায় তিন গুণ বেশী দামে এই বিয়ারিং দুটি কেনার সঙ্গে চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সাফাতুল্লা এবং অস্থায়ী ওভারসিয়ার বরুণ মজুমদারের নাম জড়িত রয়েছে বলে খবর। ঐ অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসী ও বিজেপি কাউন্সিলারদ্বয়। স্থানীয় আর এস পি নেতা নন্দলাল সরকারকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ ব্যাপার বামফ্রন্ট কমিটিতে তুলবেন বলে জানান।

পি, এফ, কমিশনারের সিদ্ধান্তে তিন লক্ষ বিড়ি শ্রমিক বিপাকে

বিশেষ প্রতিবেদক : আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কমিশনারের গত ৭ ডিসেম্বরের মেমো নং জি, এফ, এন ২৬/৮৫ এর আদেশের ফলে মহকুমার প্রায় তিন লক্ষ বিড়ি শ্রমিক আর্থিক সঙ্কটে বিপাকে। ঐ মেমোতে কমিশনার ষ্টেট ব্যাঙ্ক অথরিটিকে জানিয়েছেন কোম্পানী-গুলি বকেয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা জমা না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের সমস্ত এ্যাকাউন্ট সিল করে দেওয়া হোক। এই এ্যাকাউন্ট সিল করে দেওয়ার ফলে মালিকরা সরকারী ট্যাক্স ইত্যাদি দিতে পারছেন না এবং তার ফলে কোম্পানীর কাজও বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি শ্রমিক কর্মচারীদের বেতনও দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পি এফ জমা দিতে না পারার কারণ সম্বন্ধে মালিকরা জানান—ইউনিয়ন-গুলি পি এফ কাটার ব্যাপারে যে সব সমস্যা রয়েছে তা দুর না করা হলে পি এফ কাটতে দিতে নারাজ। এদিকে পি এফ দপ্তর সেই সব সমস্যা দূরের চেষ্টা না করে অবুজের মত এক অদ্ভুত ব্যবস্থা নেওয়ায় অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং কর্মচারীরা এক রকম কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটাতে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নো অফিসারস্ ব্লক

সাগরদীঘি : এই ব্লকে বর্তমানে অফিসারের অভাবে কাজকর্মে রীতিমত অসুবিধে দেখা দিয়েছে। গত আগষ্ট থেকে এখানে বিডিও নাই। এছাড়া গ্রাম পরিদর্শক, পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক, জয়েন্ট বিডিও, হেড ক্লার্ক, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক—সব পদই ফাঁকা। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের বিডিও মাঝে মধ্যে গিয়ে অফিসের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছেন বলে জানা যায়। তাই এই ব্লককে স্থানীয় জনগণ ব্যঙ্গ করে নো অফিসারস্ ব্লক বলছেন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারঙ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর কি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা পৌষ বুধবার, ১৪০২ সাল।

॥ ফাঁকি থাকে ॥

সম্প্রতি রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই রাস্তা মেরামত করার কাজে নানা ফাঁকি বা জোড়াতালি দেওয়া হয়। কাজে ফাঁকি থাকার কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া রাজ্যবাসীর ধন্যবাদ অবশ্যই লাভ করিবেন। কারণ বর্তমানে কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি অকপটে কবুল করা আধুনিক ভাবধারার বিরোধী। কি রাজ্যস্তরে কি কেন্দ্রস্তরে—সর্বত্রই একই ব্যাপার।

আজকাল জাতীয় সড়ক অথবা পুর-সভাধীন রাস্তা অথবা পি ডব্লু ডি-র অধীন রাস্তা—এক হাল সকলের। সব রাস্তায় খানা-খন্দ। বাসে যাতায়াতে রীতিমত গাত্রবেদনা হইতে পারে। টলমল করিয়া যাত্রীবোঝাই বাস বা মালবোঝাই লরি রাস্তা দিয়া চলিবার সময় যে দৃশ্য উপস্থাপিত করে, তাহাতে প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ থাকে। রঘুনাথগঞ্জ হইতে মুরারই, মোরগ্রাম হইয়া নলহাটি-রামপুরহাট যাইতে রাস্তার বেহাল অবস্থায় যাত্রীদিগকে যে নাকাল ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। অথচ এই সব রাস্তায় গাড়ী চলাচল সর্বাধিক। কিন্তু রাস্তার সংস্কার বা মেরামতি যাহা করা হয়, তাহা দায়-সারা কাজের মত।

রাস্তায় পটি বা তালি মারার কাজ করা হয়। কীভাবে? সংস্কার্য অংশে পাথরকুচি বিছাইয়া দিয়া, গলন্ত পিচ শান্তিজল-ছিটান মাত্রায় দিয়া রোলার চালান হয় এবং বালি ছিটাইয়া দেওয়া হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, রাস্তা মেরামত হইল। কিন্তু বাস-লরি দিনকয়েক চলাচল করিলেই উক্ত পটি বা চাপড়া উঠিয়া যায় এবং রাস্তার বেহাল অবস্থা পুনঃ প্রকাশিত, হয়। সংস্কার্য অংশ কিছুটা খুঁড়িয়া যদি সম্পূর্ণ পিচ মাখান পাথরকুচি ঢালা হয়, তবে অত্যল্পকালের মধ্যে তাহা উঠিয়া যাইতে পারে না; মাটি কামড়াইয়া বসিয়া যায়।

কিন্তু তাহা করা হয় না কেন? প্রশ্ন এইখানেই। একটি কারণ রাজ্য পূর্তমন্ত্রীর কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমত রাস্তা মেরামতের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হয়, ঠিকাদারেরা কাজটা হাতে পাইবার জন্য প্রদত্ত সর্তমাফিক কাজ করিতে রাজী হন এবং দরপত্র যথাসম্ভব কম দেখান। সর্তসাপেক্ষের কাজের প্রকৃতি ও তদনুযায়ী খরচের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকে। এই জন্য মালমশলার পরিমাণ যত পারা যায়, কম থাকে; সংস্কার কার্যের পদ্ধতিরও হেরফের থাকে। ঠিকাদারদিগকে ত লাভ করিতে হইবে! তাঁহারা করিবেন কী? সুতরাং কাজে ফাঁকি স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া যায়। প্রকৃত সর্ত্তানুযায়ী কাজ হইল কিনা, ইহার জন্য যে সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়, আজকাল তাহা পাওয়া কঠিন নহে। সুতরাং ফাঁকি থাকিয়া যায়

শুধু কি রাস্তা? সব ব্যাপারেই একই হালচাল। ঠিকাদারদের তৈয়ারী সরকারী আবাসন অথবা হাসপাতাল বিল্ডিং ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়।

খবরে জানা যায় যে, পঞ্চায়েতের সঙ্গে একযোগে পূর্তদপ্তর যে সব রাস্তা মেরামত করিতেছে বা করিবে, তাহাতে কাজের ফাঁকি যাহাতে না থাকে, তাহার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা লওয়া হইতেছে। রাস্তা এক হাজার মিলি-মিটার পুরু হইল কিনা, মালমশলা ঠিকমত (গুণগত ও পরিমাণগত) দেওয়া হইয়াছে কিনা, তাহাও পরীক্ষা করা হইবে।

অতএব অদূর ভবিষ্যতে বেহাল রাস্তার জন্য জনগণের নাকাল দূরীভূত হইবে। মন্দ লোকে ইহাকে প্রাক নির্বাচনী পদক্ষেপ বলিতে পারে; আমরা তাহা মনে করি না। যাঁহাদের যাতায়াত হেলিকপটারে, তাঁহারা হেলিপ্যাডে নামেন। সুতরাং তাঁহারা বেহাল রাস্তার পাল্লায় পড়িবেন না। সাধারণ মন্ত্রীরা অবশ্যই রাস্তা বিষয়ে ভুক্তভোগী। তাই এই তৎপরতা হয়ত।

নাট্যোৎসব ঃ নাট্যম বলাকা

বাংলা নাটকের দ্বি-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ শহরের 'নাট্যম বলাকা' স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে তিন রাত্রি যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিল, এক কথায় তা সবদিক থেকেই সুন্দর। আমরা এখন এমন একটা জায়গায় এসে গেছি যেখানে চারিদিকে শুধু অশ্লীল নাচগানে ভরা নাটক ও সিনেমা। আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছি তার সামনে, বিকৃত হয়ে যাচ্ছে আমাদের রুচিবোধ। কিন্তু এখনো এমন কিছু নাট্যগোষ্ঠী আছে যারা এই অশ্লীলতা ও বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে কিছু ভালো নাটক মঞ্চস্থ করে আমাদের রুচিকে ধরে রাখার এবং সুরুচি-সম্পন্ন দর্শক সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। 'নাট্যম্ বলাকা' এ রকম একটি সংস্থা। গত ৫ ডিসেম্বর '৯৫ উপস্থাপনা করে দেবাশিস মজুমদারের 'দানসাগর।' এতে তুলে ধরা হয়েছে অতি দরিদ্র মানুষের শুভবোধ থাকা সত্ত্বেও—কিভাবে পেটের দায়ে লোককে ঠকাতে চেষ্টা করে, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় এবং মনের দুঃখ ভুলে থাকতে নেশা করে। এর পাশাপাশি দেখানো হয়েছে এক শ্রেণীর ধনীদের হৃদয়হীন ব্যবহার। জমিদার ও গোমস্তার অভিনয় আশানুরূপ! ঘিসুর গভীর বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মেধোর নির্বুদ্ধিতা অভিনয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছে। তবে তাদের উভয়ের সংলাপের দিকে আরও একটু সচেতনতা দরকার ছিল। মঞ্চসজ্জা ও আলোর ব্যবস্থা সন্তোষজনক। ৬ই ডিসেম্বর মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'লাঠি'র এক কথায় অনবদ্য। নাটক শেষে ম্যানেজারকে লাঠি দিয়ে মারতে যাওয়ার দৃশ্যটি দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে। আলো ও মঞ্চসজ্জার কাজ ত্রুটিহীন। রবীন্দ্রনাথের 'হেঁয়ালী' নাটকে সকলের অভিনয় চলনসই। পণ্ডিত, মাষ্টারমশাই, ছাত্র, উকিল এবং দুই সংগীত-শিল্পীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। 'লাঠি' ও 'হেঁয়ালী'র মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বনাথ রায়ের যন্ত্রানুষঙ্গ (গিটার) ভালো হলেও দু-একটি চটুল হিন্দী গানের সুর সমগ্র অনুষ্ঠানের তালভঙ্গ ঘটিয়েছে। আশা করি পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আরো সচেতন হবেন। ৭ ডিসেম্বর '৯৫ মনোজ মিত্রের 'নৈশভোজ' নাটকের অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোর ব্যবহার প্রশংশনীয়। এখানে সৎলোক তুষ্টু অভাবের তাড়নায় এবং অসহায় স্ত্রী নয়নতারার কথায় কাঁঠাল চুরি করতে গাছে উঠেছিল। ধরা পড়ার ভয়ে সে মরতে গিয়েও মরতে পারেনি। তুষ্টু ও নয়নতারার অভিনয় ভালো লেগেছে। অন্যদিকে একই পরিবারের তিন ভাই-এর মধ্যে দেখানো হয়েছে যে স্বার্থের জন্য তাদের আপন ভাই সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করতে বাধে না এবং প্রয়োজনে কাছাকাছি আসতেও তারা লজ্জা পায় না। এছাড় ও বড়ো ভাই-এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে যে গ্রামের কোনো কোনো কৃপণও হৃদয়হীন ধনীরা কিভাবে গরীবের ভিটে-মাটি পর্যন্ত মিথ্যা দেনার দায়ে গ্রাস করে। আর ছোট ভাই-এর মধ্যে দেখানো হয়েছে এ দেশের সেইসব রাজনৈতিক নেতাদের যারা দেশের কাজ নয়, শুধু আন্দোলনের জন্য ইস্যু খুঁজে বেড়ায়—মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে যাদের আন্দোলন করতে সুবিধা হয়। এই তিন ভাই, রাজনৈতিক মস্তান (লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী পরিহিত), ভাড়াটে খুনি পলাস, চৌকিদার এবং শেয়াল দুটোর অভিনয় ভালো হয়েছে। নাটক চলাকালীন শ্রোতারা সুশৃঙ্খল ছিলেন। যদিও এ সমস্ত তাদের পুরোনো প্রযোজনা। এ দলের অনেকের মধ্যেই প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করছি পরবর্তী সময়ে তাদের কাছে আমরা ভালো নূতন নাটক উপহার পাবো।

—অসীমকুমার মণ্ডল

পুরসভার অস্থায়ী ১২জন কর্মী স্থায়ী হলেন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার ১২জন অস্থায়ী কর্মীকে গত ১৫ ডিসেম্বর অবশেষে স্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ পত্র দেওয়া হলো। এই ১২জন কর্মী গত ছয় থেকে দশ বছর সময়কাল ধরে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে পুরসভায় কাজ করছিলেন। স্থায়ীকরণের জন্য ঐ কর্মীরা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করেন। তবে চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে সে মামলা কর্মীরা তুলে নিয়ে একটা সমঝোতায় এলে তাঁদেরকে স্থায়ী করা হয় বলে জানা যায়। ট্রাক্টর চালক রঘুনন্দন সিং ছাড়া বাকী সবাইকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীপদে বহাল করা হলো। রঘুনন্দন ছাড়া অন্য কোন ট্রাক্টর চালকের নাম স্থানীয় এক্সচেঞ্জে না থাকায় তাঁকে ঐ পদে বহাল করতে কোন অসুবিধা হয়নি বলে জানা যায়। তবে অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে সান্টু দাস মারা যাওয়ায় ও কর আদায় বিভাগের একজন মহিলা কর্মী বিয়ের পর চাকরী ছেড়ে দেওয়ায় যে শূন্যপদের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে কাউকে নেওয়া হয়নি।

কৃষি উন্নয়নে নতুন দিগন্ত

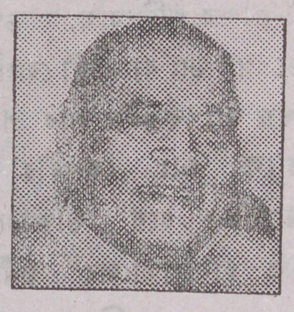

"ভারত তার কৃষককে অভিবাদন জানায়, ভারত অভিবাদন জানায় তার কৃষি বৈজ্ঞানিকদের।"

পি. ভি. নরসিমহা রাও

প্রধানমন্ত্রী

ডা. বলরাম ঝাকর

কৃষিমন্ত্রী

ভারত এখন কৃষিজাত পণ রপ্তানি করছে

১৯৯০-৯১ সালে যেখানে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৬৯৬ কোটি টাকা, ১৯৯৪ ৯৫ সালে সেখানে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৯৫১ কোটি টাকা। সমুদ্রজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণও ১৯৯০-৯১ সালের ৯৬০ কোটি টাকা থেকে বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে ৩৫২২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে গত চার বছরের উল্লেখনীয় সাফল্যগুলি হল :-

* *খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৯৪-৯৫ সালে ১৮৯.৭৭ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে। এত উৎপাদন আগে কখনও হয় নি।*
* *গত চার বছরে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার দ্বিগুণ হয়ে ৩০ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে।*
* *তৈলবীজ টেক্‌নলজী মিশন চালু হওয়ায় ২২.৩ মিলিয়ন টনের রেকর্ড উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।*
* *ভারত বিশ্বের বৃহত্তম ফল এবং শাকসব্জী উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হয়ে উঠেছে।*
* *মাছের উৎপাদন ৪৮ লক্ষ টন হয়েছে — এ এক সর্বকালীন রেকর্ড*
* *দুগ্ধ উৎপাদনে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ।*
* *ডিমের উৎপাদন ২১ শতাংশ বেড়ে ১৯৯৪ ৯৫ সালে ২৫.৬ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।*

কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য নতুন পদক্ষেপ

* অষ্টম যোজনাকালে কৃষি ক্ষেত্রে বরাদ্দ তিনিগুণ বাড়িয়ে ১০,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।
* শিল্পের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে কৃষিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং কৃষিকে লাভজনক ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে এক নতুন কৃষিনীতি প্রণয়ণ করা হয়েছে।
* চাষীরা যাতে খাদ্যশস্যের আরও বেশী ভাল দাম পায় সে উদ্দেশ্যে রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে খাদ্যশস্য পরিবহনের উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে।
* অষ্টম যোজনার ফুলচাষের জন্য বরাদ্দ ৪০ গুণ বাড়িয়ে ১০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।
* ভারতীয় কৃষক বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে যাতে সবচেয়ে ভাল বীজ আনতে পারে তা বর্তমান বীজনীতিতে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। উত্তম মাণের বীজ বন্টনের পরিমাণ ১৯৮৯ ৯০ সালের ৩৮.৫ লক্ষ কুইন্টাল থেকে বেড়ে ১৯৯৪ ৯৫ সালে ৫২ লক্ষ কুইন্টাল হয়েছে।
* ১৯৯২ ৯৩ সাল থেকে ১৯৯৪ ৯৫ সাল পর্যন্ত সারের উপর ১৩৮৫ কোটি টাকা ভরতুকী দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের জন্য এই খাতে ৫০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
* চাষীরা যাতে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে ফেলতে পারে এবং অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারে সেজন্য ফিল্ড স্কুলের মাধ্যমে ইনটিগ্রেটেড পেস্টম্যানেজমেন্ট চালু করার জন্য চাষীদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
* সর্বোত্তম প্রজাতির যে ধান এখন চাষ হয়, তার চেয়েও প্রতি হেক্টরে ১ থেকে ১.৫ টন বেশী উৎপাদন হয়, এমন চার ধরণের সংকর জাতের ধান বাজারে এসেছে।
* অষ্টম যোজনার বৃষ্টিপাত নির্ভর এলাকার জন্য ন্যাশনাল ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের অধীনে ৪০ লক্ষ হেক্টর এলাকার উন্নয়নের জন্য ১১২৮ কোটি টাকার এক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।
* তৈলবীজ, ডাল, দানাশস্য ও তুলা চাষ কর্মসূচীর অধীনে জমিতে

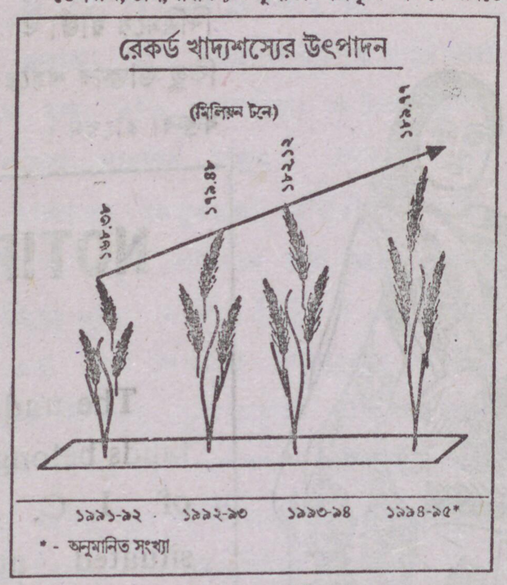

ছিটিয়ে সেচ দেওয়া অর্থাৎ স্প্রিংকলার ইরিগেশনের জন্য ব্যয়ের ৫০ শতাংশ অনধিক ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত সকল চাষীকে ভরতুকী হিসাবে দেওয়া হয়। তফশীলি জাতি/উপজাতির চাষী এবং মহিলা চাষীকে হেক্টর প্রতি অনধিক ১৫,০০০ টাকা সেচের জন্য ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ ভরতুকী হিসাবে দেওয়া হয়।

* কৃষিঋণ বন্টনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে বন্টিত কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল ১১৫০৬ কোটি টাকা। সেই পরিমাণ ১৯৯৪ ৯৫ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০.৫৫১ কোটি টাকায়। ঋণদানের ব্যাপারটি আরও ব্যাপক এবং জনমুখী করার জন্য নগদ ঋণ দেওয়ার সুবিধা চালু করা হয়েছে।
* ১৯৯৪ সালের খরীফ মরসুম পর্যন্ত ব্যাপক ফসল বীমা কর্মসূচীর অধীনে ৭৯ মিলিয়ন হেক্টর জমির অন্তর্গত প্রায় ৪৬ মিলিয়ন চাষী উপকৃত হয়েছে।
* চাষীকে উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত করার জন্য কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন সরকারী ক্রয়মূল্য অভূতপূর্ব পরিমাণে বাড়ান হয়েছে।
* ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ (আই. সি. এ. আর) কৃষিক্ষেত্রে পুরাতন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে মৌলিক ও ফলিত গবেষণার কাজ হাতে নিয়েছে। মৃত্তিকার সংরক্ষণ এবং পরিচালন এবং শস্য, পশু, মৎস ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে যে সব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলির সমাধানই হল এ ধরণের গবেষণার উদ্দেশ্য।
* কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সংখ্যা ১৮৩ থেকে বেড়ে এখন ২৬১ হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্যে কৃষক বিকাশ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
* কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এমন সমবায় সংস্থা গঠন ও ঐ ধরণের সংস্থার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দেয়। অষ্টম যোজনায় এ ধরণের একটি কর্মসূচী চালু করা হয়েছে।
* আর্থিক সফলতা এবং সামাজিক সমতার সঙ্গে তাল রেখে কৃষি উন্নয়নে দক্ষতা বাড়াবার জন্য 'স্মল ফারমার্স এ্যাগ্রি-বিজনেস কনসোরটিয়ম' স্থাপন করা হইয়াছে।

মৎস চাষ উন্নয়ন

* মিঠেজলের মাছ বিপনণের পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য পুষ্ট কর্মসূচীটি চালু রাখা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৩ টি বিপণন কেন্দ্র মঞ্জুর করা হয়েছে।

দুগ্ধ উন্নয়ন কর্মসূচী

* গত চার বছরে দুগ্ধ উৎপাদন ১৭ শতাংশ বেড়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে ৬৩.৫ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে। অপারেশন ফ্লাড বহির্ভূত এবং পার্বত্য ও অনুন্নত এলাকায় দুগ্ধ বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত এই খাতে মোট ৩৫.৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ইনটিগ্রেটেড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।
* দেশী জাতের গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল এবং উটের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নতুন কর্মসৃষ্টি

* সরকারের লক্ষ্য হল ২০০২ সাল পর্যন্ত দেশে সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত কৃষি ক্ষেত্রে ৯০.৩০ লক্ষ কর্ম সৃষ্টি হয়েছে।

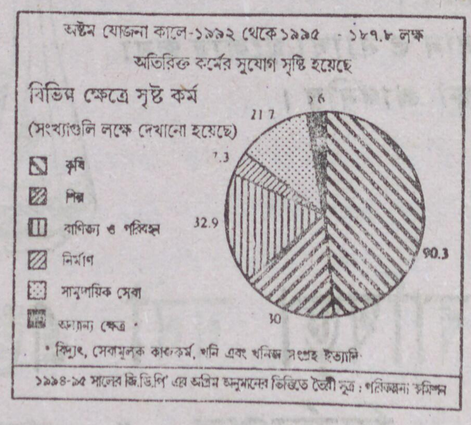

ভারতীয় কৃষি এবং গ্যাস

* গাছ-গাছড়া সংরক্ষণের জন্য নতুন বিধানটি চালু হলে, কৃষি এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে। বীজ রাখার এবং বিনিময়ের ব্যাপারে কৃষকের অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে।

কৃষিকে লাভদায়ক করার জন্য নতুন কর্মসূচী

davp 95/370 BEN

চুরি যাওয়া নারায়ণ মূর্ত্তি উদ্ধার

ফরাক্কা : গত ২৭ সেপ্টেম্বর ফরাক্কা পুলিশ একটি অপহৃত প্রাচীন নারায়ণ মূর্তি উদ্ধার করে। বেশ কিছুদিন আগে মূর্তিটি চুরি যায় বলে খবর। অর্জুনপুর গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের সহযোগিতায় এবং পুলিশ মূর্তিটি উদ্ধার করে ওখানকার বরুয়া সেখকে গ্রেপ্তার করে।

পালস্ পোলিও খাওয়ানো হলো চার হাজার শিশুকে

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৯ ডিসেম্বর শ্রীমা মহিলা সমিতির ৪০ জন মহিলা মহকুমা হাসপাতাল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পালস্ পোলিও ক্যাম্প পরিচালনা করেন জঙ্গিপুর পৌর শহরের ১৫টি কেন্দ্রে। এখানে ৪ হাজার শিশুকে এই টিকা খাওয়ানো হয়। পুনরায় ২০ জানুয়ারী এই টিকা খাওয়ানো হবে। ক্যাম্পগুলিতে নেতৃত্ব দেন অনুরাধা মুখার্জী, অনিতা শর্ম্মা ও দীপু দে। শ্রীমা মহিলা সমিতির আরতি মিশ্র, অনিতা কুণ্ডু ও কুহেলী দাসের নেতৃত্বে গত ৩ ডিসেম্বর শহরে এক মহিলা মিছিল করে পালস্ পোলিও খাওয়ানোর জন্য প্রচার চালান।

সেচমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যয় ভার বহনের জন্য দাবী জানাবেন। তার উপর জলসম্পদ, রেল, ভূতল রেল প্রভৃতি এই ভাঙ্গন সমস্যার সঙ্গে জড়িত থাকায় সেই সব বিভাগকেও এই সমস্যা সমাধানে সাহায্যে এগিয়ে আসতে আবেদন জানানো হবে। সেচমন্ত্রী আগামী ২৬ ডিসেম্বর এনটিপিসি গেষ্ট হাউসে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট, এনটিপিসি এবং রাজ্য সেচ দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক আলোচনায় বসে একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেবেন।

১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পছন্দ ও টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদা বাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক বিপাকে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাধ্য হচ্ছেন। শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবী পি এফ দপ্তর, মালিক পক্ষ, কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ও জেলা প্রশাসনগুলি বৈঠকে বসে এ সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট হোন

ডাক্তার নিগ্রহের অভিযোগে (১ম পৃষ্ঠার পর)

শুরু করলেও রোগীর অবস্থা গুরুতর বুঝে ডাঃ সোমেশ ব্যানার্জীকে রেফার করেন। ডাঃ ব্যানার্জী রোগীকে সেরিব্রাল হেমারেজে আক্রান্ত বলে রিপোর্ট দেন এবং কোথাও নিয়ে গিয়ে বাঁচানো যাবে না বলে রোগীর আত্মীয়দের জানিয়ে দেন বলে জানান। এরপর ১৪ ডিসেম্বর ডাঃ সনৎ ঘোষও একবার রোগীকে পরীক্ষা করেন এবং পরদিন অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর ডাঃ এস এন দেও রোগীকে সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে মৃত অবস্থায় দেখেন। এদিকে রোগী পক্ষের অভিযোগ, ডাঃ কেশরী রোগীর চিকিৎসা করলেও ১৩ ডিসেম্বর ডাঃ ব্যানার্জী রোগীকে পরীক্ষা করার পর থেকে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ডাঃ কেশরীর আর পাত্তা পাওয়া যায় না। তাই রোগীর মৃত্যু হ'লে ডাঃ কেশরীর অবহেলার অভিযোগ তুলে রোগীর শ্যালক উত্তেজিত হয়ে ডাক্তারকে নিগ্রহ করেন। অন্যদিকে সমস্ত ডাক্তার হাসপাতালের দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলনকারী দলগুলির উদ্দেশ্যে বলেন, ভবিষ্যতে নিয়মানুযায়ী হাসপাতালের বাউণ্ডারীর একশো গজের মধ্যে কোন দলকেই তাঁরা মাইকিং করতে দেবেন না। ঐ সব নেতাদের হুমকী স্থানীয় পত্রিকা-গুলিতে সংবাদ আকারে প্রকাশের জন্যও ডাক্তাররা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, ঐ সব নেতারা হাসপাতালের সমস্যার গভীরে না গিয়ে হাসপাতাল নিয়ে অহেতুক সস্তা রাজনীতির খেলায় মেতেছেন। হাসপাতালে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোন গাফিলতি থাকলে, তা তাঁরা আন্দোলনকারী নেতা ও শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যা দূর করতে চেষ্টা করতে পারেন। চিকিৎসার ব্যাপারে যে কোন জনহিতকর দাবী বা উপদেশ নিয়েও তাঁরা মত বিনিময়ে রাজী আছেন। গত ১৭ ডিসেম্বর হাসপাতালের সুপারসহ কিছু ডাক্তার শহরের বিভিন্ন মোড়ে হাসপাতাল ও মৃত রোগীর সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

NOTIFICATION OF SALE

The undersigned shall sell the agricultural lands belonging to the seperated Trust Estate of J. C. Khan of Mankundu (Hooghly), situated at Hillora, Gambhira and Panchgatchia under Mohakuma Jangipur, P. S. : Suti, by public auction or private treaty, in one or more lots, pursuant to the Order of the Hon'ble High Court, Calcutta, made in Suit No. 309 of 1994 (S. C. Khan—Versus—Sm. Annapurna Khan & Ors.)

The intending purchasers are advised to forthwith, contact the undersigned for particulars and inspection of the lands.

J. C. Khan Road
P. O. Mankundu
Dist. Hooghly.

Sd/- S. C. Khan
RECEIVER